গাইবান্ধা : ফুলছড়িতে ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাঙন প্রতিরোধের দাবিতে গতকাল মানববন্ধনে সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেয় —ইত্তেফাক

ব্রহ্মপুত্রের ভাঙন প্রতিরোধে স্থায়ী ব্যবস্থার দাবি

গাইবান্ধায় ৫ কি.মি. দীর্ঘ মানববন্ধন

■ গাইবান্ধা প্রতিনিধি

গাইবান্ধার ফুলছড়িতে ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন প্রতিরোধের দাবিতে গতকাল শনিবার মানববন্ধন, বিক্ষোভ ও সমাবেশ করেছে এলাকাবাসী। উপজেলার সিংড়িয়া গ্রাম থেকে উপজেলা সদর পর্যন্ত প্রায় ৫ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অনুষ্ঠিত এ মানববন্ধনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, জনপ্রতিনিধিসহ ভাঙ্গন কবলিত ৯ গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন উপজেলা নাগরিক কমিটির সভাপতি আলমগীর মিয়া, উদাখালী ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল

পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ব্রহ্মপুত্রের ভাঙন

২০ পৃষ্ঠার পর

বাকী সরকার, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সাত্তার, হাজী আব্দুস সামাদ, ডা. এম.এ মজিদ প্রধান, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ। বক্তারা দ্রুত রতনপুর হাজীরহাট থেকে কাতলামারী পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন প্রতিরোধে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

জানা গেছে, বিগত কয়েক বছরে উপজেলার উড়িয়া ইউনিয়নের রতনপুর, উদাখালী ইউনিয়নের সিংড়িয়া ও গজারিয়া ইউনিয়নের কাতলামারী গ্রাম অব্যাহত ভাঙনের কবলে পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকার জনবসতি, আবাদি জমি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের প্রায় ২শ' গজ নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। গত বছর বন্যার সময় পানিসম্পদ মন্ত্রী রমেশ চন্দ্র সেন ও প্রতিমন্ত্রী মাহবুবুর রহমান ভাঙন প্রতিরোধে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিলেও আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন হয়নি। বিগত বন্যার সময় পানি উন্নয়ন বোর্ড নামমাত্র জিও ব্যাগ ফেলে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করলেও তা কাজে আসেনি। সে সময় পাশে বিকল্প বাঁধ তৈরি করে পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেয়া গেলেও আগামী বর্ষা মৌসুমে ওই বাঁধসহ বিস্তীর্ণ এলাকা ভেঙে যাওয়ার আশংকা করছেন এলাকাবাসী।

বর্তমানে ফুলছড়িতে ভাঙন হুমকিতে রয়েছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, উপজেলা পরিষদ ভবন, ১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩টি কলেজসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, জনবসতি ও হাজার হাজার একর ফসলি জমি।

GAIBANDHA: People of a village form a human chain in the district on Saturday demanding the prevention of erosion by the river Brahmaputra.

FOCUS BANGLA PHOTO

JAI JAI DIN
Daily/Weekly/Monthly
=38= ~~40~~
31, March: 013
Date
10
Page

গাইবান্ধার ফুলছড়িতে ব্রহ্মপুত্রের ভাঙন প্রতিরোধে নদের তীরে মানববন্ধন -যায়যায়দিন

ভাঙন প্রতিরোধে ফুলছড়িতে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে মানববন্ধন

ফুলছড়ি (গাইবান্ধা) সংবাদদাতা

গাইবান্ধার ফুলছড়িতে ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন প্রতিরোধের দাবিতে ৯টি গ্রামের মানুষ শনিবার পাঁচ কিলোমিটারব্যাপী মানববন্ধন এবং বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন। সিংড়িয়া গ্রামের ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাঙন এলাকা থেকে উপজেলা সদর পর্যন্ত এ মানববন্ধনে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী, জনপ্রতিনিধিসহ সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশে বক্তব্য করেন- নাগরিক কমিটির সভাপতি আলমগীর মিয়া, উদাখালী ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল বাকী সরকার, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ডেপুটি কমান্ডার আব্দুস সাত্তার, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সামাদ, শামসুজ্জোহা বাবলু, আবদুল করিম, ডা. এমএ মজিদ প্রধান, শাহ আলম মিয়া, আবুল কালাম আজাদ, শফিকুর রহমান রাজা প্রমুখ। বক্তারা রতনপুর হাজীরহাট থেকে কাতলামারী পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন প্রতিরোধে দ্রুত স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

ly/Weekly/Monthly Date

গাইবান্ধার ফুলছড়িতে ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন প্রতিরোধের দাবিতে গতকাল ৫ কিলোমিটারব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয় -করতোয়া

ফুলছড়িতে ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন প্রতিরোধের দাবিতে মানববন্ধন

ফুলছড়ি (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি : গাইবান্ধার ফুলছড়িতে ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন প্রতিরোধের দাবিতে গতকাল শনিবার ৯ গ্রামের হাজার হাজার মানুষ সিংড়িয়া গ্রামের ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন এলাকা থেকে উপজেলা সদর পর্যন্ত ৫ কিলোমিটারব্যাপী মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, জনপ্রতিনিধিসহ সর্বস্তরের মানুষ এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় বক্তব্য রাখেন নাগরিক কমিটির সভাপতি আলমগীর মিয়া, উদাখালী ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল বাকী সরকার, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ফুলছড়ি উপজেলা ডেপুটি কমান্ডার আব্দুস সাত্তার, মুক্তিযোদ্ধা হাজী আব্দুস সামাদ, সমাজ সেবক শামসুজ্জোহা বাবলু, ব্যবসায়ী আব্দুল করিম, গাইবান্ধা সোনাইল বাঁধ পানি ব্যবস্থাপনা কমিটির সেক্রেটারি ডা. এমএ মজিদ প্রধান, প্রভাষক শাহ আলম মিয়া, আবুল কালাম আজাদ, ইউপি সদস্য শফিকুর রহমান রাজা প্রমুখ। বক্তারা দ্রুত রতনপুর হাজীর হাট থেকে কাতলামারী পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন প্রতিরোধে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

জানা যায়, উপজেলার উড়িয়া ইউনিয়নের রতনপুর, উদাখালী ইউনিয়নের সিংড়িয়া ও গজারিয়া ইউনিয়নের কাতলামারী গ্রাম অব্যাহত ভাঙনের কবলে পড়ে বিগত বছরে বিস্তীর্ণ এলাকার জনবসতি, আবাদি জমি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ২শ গজ জুড়ে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। গত বছর বন্যার সময় পানিসম্পদ মন্ত্রী রমেশ চন্দ্র সেন ও প্রতিমন্ত্রি মাহবুবুর রহমান দু'দফায় ভাঙন এলাকা পরিদর্শন করে ভাঙন রোধে তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি সামাল দিতে পানি উন্নয়ন বোর্ডকে নির্দেশ দেন। এ সময় মন্ত্রীদ্বয় ভাঙন প্রতিরোধে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে এলাকাবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিলেও অদ্যাবধি তা বাস্তবায়ন হয়নি।

ANNEXURE- "C"

Annexure 'C' as referred to paragraph No. 9 of this Writ Petition solemnly affirmed before me

COMMISSIONER OF AFFIDAVITS
SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION, DHAKA